সঊদিয়ার চাঁদে রোযা ও ঈদ

যেমন অনেক বিষয়ে উলামাদের মতভেদ রয়েছে, তেমনি এ বিষয়েও তাঁদের মাঝে মতভেদ রয়েছে যে, একজন চাঁদ দেখলে সারা বিশ্বের লোক সেই দেখা গণ্য করে রোযা-ঈদ করবে, নাকি প্রত্যেক দেশের পৃথক পৃথক উদয়াস্তের পার্থক্য গণ্য করে পৃথক পৃথক দিনে রোযা-ঈদ হবে।

শুধু আরাফার দিনের ক্ষেত্রেই বা এই নিয়ম হবে কেন? এই তারীখ এই এহতিয়াত্ব ঈদের ক্ষেত্রেও মানতে হবে।

আর এরই ভিত্তিতে প্রশ্ন থেকে যায়ঃ

আমরা কি সঊদী আরবের চাঁদ দেখা হিসাবে ভারতবর্ষে ২৯ অথবা ৩০ শে শা'বান থেকে রমযানের রোযা রাখব, নাকি এহতিয়াত্বান ৩১/৩২ দিন রোযা রাখব?

তদনুরূপ সঊদিয়ার হিসাবে মক্কার ঈদের দিনে ১ দিন ঈদ করব, নাকি এহতিয়াত্বান ২ দিন ঈদ করব?

শবেকদর বা শেষ দশকের বিজোড় রাত কোন্ রাতকে মনে করব? মক্কার রাতকে, নাকি ভারতবর্ষের রাতকে?

রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশ কোন্ সময়কে ধরব? কোন্ সময়ে আল্লাহ নিচের আসমানে নেমে আসেন এবং তাহাজ্জুদগুযারের দুআ কবুল করে থাকেন? মক্কার সময়ে, নাকি ভারতবর্ষ, জাপান অথবা আমেরিকার সময়ে? যদি মক্কার সময় হয়, তাহলে আমরা কি ফজরের পর তাহাজ্জুদ পড়ব, নাকি এহতিয়াত্বান উভয় সময় অথবা সব সময়েই পড়তে থাকব?

ইফতারী কোন্ সময়ে করব? মক্কার সময়ে অর্থাৎ আমাদের সূর্যাস্তের আড়াই ঘন্টা পরে মক্কায় যখন সূর্য অস্ত যাবে তখন, নাকি আমাদের যখন সূর্য অস্ত যাবে তখন?

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﵄-এর ফায়সালা অনুযায়ী আমাদেরকে রোযা ও ঈদের জন্য আমাদের দেশের চান্দ্র মাস ও তারীখ গণনা করতে হবে; মক্কা-মদীনার নয়। যদিও আমরা জানতে পারি যে, সেখানে চাঁদ আগে হয়েছে।

কুরাইব বলেন, একদা উম্মুল ফায্ল বিন্তুল হারেষ আমাকে শাম দেশে মুআবিয়ার নিকট পাঠালেন। আমি শাম (সিরিয়া) পৌঁছে তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করলাম। অতঃপর আমার শামে থাকা কালেই রমযান শুরু হল। (বৃহস্পতিবার দিবাগত) জুমআর রাত্রে চাঁদ দেখলাম। অতঃপর মাসের শেষ দিকে মদীনায় এলাম। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﵄ আমাকে চাঁদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কবে চাঁদ দেখেছ?' আমি বললাম, 'আমরা জুমআর রাত্রে দেখেছি।' তিনি বললেন, 'তুমি নিজে দেখেছ?' আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ। আর লোকেরাও দেখে রোযা রেখেছে এবং মুআবিয়াও রোযা রেখেছেন।' ইবনে আব্বাস ﵄ বললেন, 'কিন্তু আমরা তো (শুক্রবার দিবাগত) শনিবার রাত্রে চাঁদ দেখেছি। অতএব আমরা ৩০ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অথবা নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখতে থাকব।' আমি বললাম, 'মুআবিয়ার দর্শন ও তাঁর রোযার খবর কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়?' তিনি বললেন, 'না। আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে এ রকমই আদেশ দিয়েছেন।' *(মুসলিম ১০৭৮ নং)*

বলা বাহুল্য, আরাফার দিন মক্কায় জমায়েত হাজীদের জন্য যে ফযীলত লাভ হয় সে ফযীলত না পেলেও রোযা রাখার ফযীলত তো অবশ্যই পাওয়া যাবে। যেদিন হাজীরা আরাফায় জমা হয় সেদিনই আরাফার দিন। কিন্তু যুল-হজ্জ মাসের ৯ তারীখের আগে বা পরে হাজীরা আরাফায় জমা হন না। তার মানে ঐ মাসের ৯ তারীখই আরাফার দিন। যেমন মক্কার লোকেরা যেদিন ঈদ করে, সেদিনই ঈদের দিন। আর তাঁরা ১লা শওয়াল এবং ১০ই যুলহজ্জ ছাড়া তো ঈদ করেন না। আর তার মানে মক্কা-ওয়ালাদের রোযা ও ঈদ করার সাথে আমাদের সাথ নয়; সাথ হল চাঁদ দেখা ও না দেখার সাথে। আল্লাহর নবী ﷺ বলেননি যে, মক্কার লোকেরা যেদিন রোযা-ঈদ করে, সেদিন রোযা-ঈদ কর। বরং তিনি বলেছেন, "তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ঈদ কর। কিন্তু যদি আকাশে মেঘ থাকে, তাহলে গণনায় ৩০ পুরা করে নাও।" (বুখারী ১৯০০, মুসলিম ১০৮০নং)

আর সারা বিশ্বে যেমন কোন নামায একই সময় হয় না, সেহরী ও ইফতার এক সময় হয় না, তাহাজ্জুদ ও শবেকদর এক সাথে হয় না, তেমনি রোযা ও ঈদ এক সাথে না হলে মুসলিমদের ঐক্যের কি এমন ক্ষতি হয়ে যাবে?

যদি তাই হত, তাহলে শরীয়ত কি মক্কা-মদীনার চাঁদ দেখা না দেখা তথা চান্দ্র তারীখ গণ্য করতে সমগ্র মুসলিম জাহানকে বাধ্য করার কোন নির্দেশ দিত না?

পৃথিবীর এক দেশের উদিত চাঁদ হিসাবে অন্য দেশের রোযা-ঈদ সঠিক নয় বলেই তো ইবনে আব্বাস ﵄ শামদেশের চাঁদের খবর শুনেও হিজাযে তা গণ্য করেননি।

সঊদিয়ার আগে যদি লিবিয়া বা তিউনিসিয়ায় চাঁদের খবর পাওয়া যায় এবং সঊদিয়ায় ঈদ একদিন পরে হয়, তাহলে কী করবেন?

সঊদিয়ার লোকেরা লিবিয়ার চাঁদে ঈদ করেন না। উপমহাদেশে আমাদেরও উচিত নয়, কোন পশ্চিম দেশের খবর নিয়ে রোযা-ঈদ করা। অল্লাহু আ'লাম।